দু'টি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভাল হয়
পরিকল্পিত পরিবার
আধুনিক পরিবার

পরিক্রমা

পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক মুখপত্র

আষাঢ়-ভাদ্র ● ১৪২১
জুলাই-সেপ্টেম্বর ● ২০১৪

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৬ আগস্ট ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০১৪ উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

মায়ের দুধ পান করা নবজাত শিশুর অধিকার –প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রেস্ট ফিডিংয়ের জন্য সর্বোচ্চ সহায়তা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য স্বাস্থ্যজীবীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, মায়ের দুধ পান করা নবজাত শিশুর অধিকার। তাই মাতৃদুগ্ধ পরিপূরক শিশুখাদ্য (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি গত ৬ আগস্ট ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০১৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, পবিত্র কুরআন শরিফের সূরা বাকারার ২৩৩ নং আয়াতে শিশুকে দুই বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানোর নির্দেশনা রয়েছে।

শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই– এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ছয় মাস পর্যন্ত মায়ের দুধই শিশুর একমাত্র পরিপূর্ণ ও নিরাপদ খাবার।

ব্রেস্ট ফিডিংয়ের প্রতি জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, গত ৫০ বছরে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার ৪৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৬৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এম এম নিয়াজউদ্দিন।

অনুষ্ঠানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাঃ দীন মোঃ নুরুল হক, বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশনের সভাপতি এস কে রায় ও জাতীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডাঃ এম শাহনেওয়াজ বক্তৃতা করেন।

সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবায় দৃঢ় অঙ্গীকার প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সব ধরনের উদ্যোগ ও কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকা পালনে তাঁর সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা প্রকাশ করেছেন।

তিনি গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হোটেল সোনারগাঁওয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের ৩২তম সম্মেলন এবং সংস্থাটির একই অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিটির ৬৭তম অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে একথা বলেন।

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হোটেল সোনারগাঁওয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ৬৭তম অধিবেশন এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের ৩২তম সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয়

দেশের জনশক্তিকে মানবসম্পদে পরিণত করা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা একথা উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সব দেশ এক সঙ্গে কাজ করলে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের সূচনালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্যের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি প্রত্যেক থানায় ১০ শয্যার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর দেশের স্বাস্থ্যখাত দীর্ঘদিন অবহেলিত ছিল একথা উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালে তাঁর সরকার ক্ষমতায় এলে এ খাত আবারো পুনরুজ্জীবিত হয়।

তিনি বলেন, পল্লী অঞ্চলে প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনার আওতায় ১৩ হাজারেরও বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে। এতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগসহ ইন্টারনেট সার্ভিস, বিনামূল্যে ওষুধ, ই-হেলথ এবং টেলিমেডিসিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন ঢাকায় আহ্বান করায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাকে স্বাগত জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অঞ্চলের প্রত্যেক দেশের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা প্রায়ই অভিন্ন।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রীবর্গ ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ চলমান বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় সমস্যাগুলো সমাধানের এ সুযোগ কাজে লাগাবেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, একটি স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনে তাঁর সরকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিয়েছে। এ লক্ষ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন ও পরিবার পরিকল্পনার জন্য সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তাঁর সরকার খাদ্যপণ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক, অর্গানিক ম্যাটার, এনজাইম ও হরমোন প্রয়োগ ও মিশ্রিতকরণ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিমের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. হর্ষবর্ধন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. মার্গারেট চান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পুনাম ক্ষেত্রাপাল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিব এম এম নিয়াজউদ্দিন স্বাগত বক্তৃতা প্রদান করেন।

আয়োজক বাংলাদেশের প্রতিনিধি ছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ১০ দেশের প্রায় ২০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন।

বঙ্গবন্ধুর ৩৯তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

বঙ্গবন্ধুর ৩৯তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা

স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছিলেন তখন একদল বিপথগামী আত্মস্বীকৃত খুনি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির চালিকাশক্তিকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে দেশকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও কিছু খুনির ফাঁসির মধ্য দিয়ে জাতি কিছুটা গ্লানিমুক্ত হলেও পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করা এখন সময়ের দাবি।'

গত ১৫ আগস্ট সকালে জাতির জনকের ৩৯তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী মহোদয় আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে। অন্য দেশে আশ্রয় নেয়ার কারণে যেসব খুনিদের বিচারের রায় এখনো কার্যকর করা যায়নি, আশা করি সেসব দেশ খুনিদের ফিরিয়ে দেবে এবং এই বাংলার মাটিতে তাদের বিচারের রায় কার্যকর হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এম এম নিয়াজউদ্দিন বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে এদেশের জন্ম হতো না। তাঁর জন্য আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু দুখী মানুষের স্বপ্নের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। তিনি এ দেশটাকে স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সভাপতির বক্তব্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার বলেন, বঙ্গবন্ধু না হলে বাংলাদেশ হতো না। আমরা যারা সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করছি সেটা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কারণে। বঙ্গবন্ধুর কারণে। তাই বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ডা: ইকবাল আর্সনাল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা: বদিউজ্জামান ভূঁইয়া ডাবলু। সভাপতিত্ব করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার।

আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল ইউনিটের পরিচালকবৃন্দ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ প্রমুখ।

'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ : প্রেক্ষাপট-ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড' শীর্ষক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৯তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্মচারী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে গত ২৭ আগস্ট পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ : প্রেক্ষাপট-ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড' শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা: বদিউজ্জামান ভূঁইয়া ডাবলু।

বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্মচারী কল্যাণ সমিতি আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার।

আরো বক্তব্য রাখেন পরিবার পরিকল্পনা চিকিৎসক সমিতির সভাপতি এবং এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালক ডা: মোহাম্মদ শরীফ, পরিবার পরিকল্পনা চিকিৎসক সমিতির মহাসচিব এবং মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের উপপরিচালক ডা: মো: মুনীরুজ্জামান সিদ্দীকী, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা) অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং আইইএম ইউনিটের উপপরিচালক (পিএম) বেগম জাকিয়া আখ্‌তার, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার সমিতির সাধারণ সম্পাদক বেগম রত্না তালুকদার, বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি জনাব হেদায়েত হোসেন ও বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সিনিয়র সহসভাপতি জনাব সালিমুজ্জামান। বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি জনাব মজিবুর রহমান নবনির্বাচিত সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মানে বঙ্গবন্ধু। যারা দেশের স্বাধীনতা চায়নি, তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল। তারা শুধু বঙ্গবন্ধুকে নয়, আমাদের স্বাধীনতা ও স্বপ্নকে হত্যা করতে চেয়েছিল। ২৫ বছরের সংগ্রামের ফসল হচ্ছে স্বাধীনতা– এটা সম্ভব করেছেন বঙ্গবন্ধু। বাঙালি জাতি লড়তে শিখেছে, বাঙালি জাতি অন্যের কাছে মাথা নত করে না। বাঙালি জাতিকে যদি আমরা ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও স্বাস্থ্যবান হিসেবে গড়তে তুলতে পারি তাহলে এদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে পারব।

প্রধান বক্তা ডা: বদিউজ্জামান ভূঁইয়া ডাবলু তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বঙ্গবন্ধু নিয়ে আলোচনার শুরু নেই, শেষ নেই। বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনেতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এবং লাখো জনতার রক্তের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন জাতির পিতার কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ দেশের দায়িত্ব নিয়েছেন। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হার কমানোর জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। এই অর্জন তাঁর পাশাপাশি আপনাদেরও। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব, শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ। শেখ হাসিনার বাংলাদেশ মানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে এই দেশের জন্ম হতো না। তাই আমাদের সবাইকে অন্তর থেকে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসতে হবে, তাঁর স্বপ্নকে হৃদয়ে লালন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের পরিচালকবৃন্দ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ প্রমুখ।

এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে গত ১৩ আগস্ট ২০১৪ এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক। সভাপতিত্ব করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার। এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালক ডা: মোহাম্মদ শরীফ তাঁর ইউনিটের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে সারাদেশে ১৪৪১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মানোন্নয়ন করা হয়েছে এবং ২৪ ঘণ্টা নিরাপদ প্রসবসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মনোযোগ ও ধৈর্য সহকারে তা শোনেন এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এমএসআর সরবরাহ, সেবা অবকাঠামো ও জনবল বৃদ্ধির আশ্বাস দেন। সেই সাথে মাঠ পর্যায়ের সেবা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন এবং বিদ্যমান সমস্যাগুলো অনুধাবন করে তা সমাধানের উপর জোর দেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমানোর জন্য যে আন্তর্জাতিক পুরস্কার বাংলাদেশ অর্জন করেছে তাতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অবদান সবচেয়ে বেশি। এমডিজিতে আমাদের যেসব লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা অর্জন করতে হলে কর্মীদের আরো আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। যেসব জেলার পারফরম্যান্স ভালো নয়, তাদের তদারকির পাশাপাশি জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। আগামীতে পর্যায়ক্রমে সকল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে সার্বক্ষণিক নিরাপদ প্রসব সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও অন্যান্য কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে তার জন্য তিনি এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালক ডা: মোহাম্মদ শরীফকে নির্দেশ দেন। সেই সাথে ডাক্তার নিয়োগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদারকে দায়িত্ব দেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার তাঁর বক্তব্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. মো: নাসির উদ্দিন, প্রশাসন ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: জামাল হোসাইন, উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: কফিল উদ্দিন, এমআইএস ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: জহির উদ্দিন বাবর, সিসিএসডিপির পরিচালক ডা: মো: মঈনুদ্দীন আহমেদ, নিরীক্ষা ইউনিটের পরিচালক জনাব জালাল উদ্দিন

আহমদ হোসাইন, ঢাকা বিভাগের পরিচালক মো: দেলোয়ার হোসেন, এমএফএসটিসি (মোহাম্মদপুর)-এর পরিচালক ডা: মাহফুজুর রহমান, অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

সিসিএসডিপি ইউনিটের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

সিসিএসডিপি ইউনিটের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সিসিএসডিপি ইউনিটের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে গত ২৭ আগস্ট আইইএম ইউনিটের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এম এম নিয়াজউদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার।

আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. মো: নাসির উদ্দিন, প্রশাসন ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: জামাল হোসাইন, উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: কফিল উদ্দিন, এমআইএস ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: জহির উদ্দিন বাবর, সিসিএসডিপির পরিচালক ডা: মো: মঈনুদ্দীন আহমেদ, নিরীক্ষা ইউনিটের পরিচালক জনাব জালাল উদ্দিন আহমদ হোসাইন, ঢাকা বিভাগের পরিচালক মো: দেলোয়ার হোসেন, এমএফএসটিসি (মোহাম্মদপুর)-এর পরিচালক ডা: মাহফুজুর রহমান, অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

সিসিএসডিপি ইউনিটের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে উক্ত ইউনিটের পরিচালক ডা: মো: মঈনুদ্দীন আহমেদ বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় খুব মনোযোগ সহকারে সকলের বক্তব্য শোনেন এবং যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতা করেন।

প্রধান অতিথি সিপিআর-এর দিক থেকে সর্বোচ্চ এমন ১০টি এবং সর্বনিম্ন এমন ১০টি জেলার উপপরিচালকদের নিয়ে একটি সভা করার আহ্বান জানান। সেই সাথে যেসব জেলার পারফরম্যান্স ভালো নয় সেগুলো পরিদর্শন করার উপর গুরুত্ব দেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এম এম নিয়াজউদ্দিন বলেন, জনসংখ্যা এখনো আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। সে জন্য আমাদের সকলকে মনোযোগ ও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হলে জবাবদিহি করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি বিশেষত ইমপ্লান্ট শুধু ডাক্তারদের দিয়ে না করিয়ে, নার্স কিংবা প্যারামেডিক ডাক্তার দিয়ে করালে পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার বাড়বে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার সীমাবদ্ধতার মধ্যেই কাজগুলো সঠিকভাবে করার জন্য সকল স্তরের কর্মীবাহিনীকে আহ্বান জানান।

Logistics Co-ordination Forum (LCF)-এর ১৩তম সভা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের উদ্যোগে গত ১৬ জুলাই ২০১৪ খ্রি: তারিখ Logistics Co-ordination Forum (LCF)-এর ১৩তম সভা আইইএম ইউনিটের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার। সভায় অধিদপ্তরের সকল পরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টরসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া UNFPA, USAID-সহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণও সভায় যোগদান করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলাদেশের জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে জন্মনিয়ন্ত্রণ, মা-শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালে এই ফোরাম গঠিত হয়। USAID'র অর্থায়নে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা MSH/SIAPS এই ফোরাম গঠন ও সভা আয়োজনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। এদিনের সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করেন ফোরামের সদস্য সচিব ও পরিচালক (উপকরণ ও সরবরাহ) জনাব মো: কফিল উদ্দিন। এরপর সরকারি পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে ব্যবহৃত জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর অনলাইনভিত্তিক হালনাগাদ মজুদ-স্থিতি (DGFP Stock Status) উপস্থাপন করেন প্রোকিউরমেন্ট অফিসার জনাব মো: শাহাদৎ হোসেন। এছাড়া এ উপস্থাপনায় সহায়তা করেন MSH/SIAPS-এর জনাব মো: আব্দুল্লাহ ইমাম খান ও গোলাম কিবরিয়া। আরো বক্তব্য রাখেন পরিচালক (আইইএম) ড. মো: নাসির উদ্দিন, পরিচালক (অর্থ) জনাব মো: ফায়েকুজ্জামান চৌধুরী, পরিচালক (এমআইএস) জনাব মো: জহির উদ্দিন বাবর। মহাপরিচালক মহোদয় শেরপুর উপজেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও অপর একজন পরিবার কল্যাণ সহকারীর সাথে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সভাস্থল থেকে কথা বলে মজুদ স্থিতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। এই ফোরামের সভা প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সভায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বর্তমান অর্থবছরের মজুদ ও ক্রয় পরিস্থিতি, কেন্দ্রীয় পণ্যাগার নির্মাণ সম্পর্কে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

Forecasting Working Group (FWG)-এর তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের উদ্যোগে গত ১১ আগস্ট ২০১৪ Forecasting Working Group (FWG)-এর তৃতীয় সভা আইইএম ইউনিটের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রুপের সভাপতি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার। সভায় অধিদপ্তরের সকল পরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টরসহ NIPORT, USAID, MSH/SIAPS, UNFPA, SMC and Population Council-এর

উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের উদ্যোগে Forecasting Working Group (FWG)-এর তৃতীয় সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার

প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ, মা-শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সামগ্রীর বার্ষিক ক্রয়ের যথাযথ পূর্বাভাস নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে ২০১২ সালে এই গ্রুপ গঠিত হয়, যার সভা প্রতি বছর পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আগে একবার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। USAID'র অর্থায়নে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা MSH/SIAPS এই গ্রুপ গঠন ও সভা আয়োজনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। এদিনের সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রুপের সদস্য সচিব ও পরিচালক (উপকরণ ও সরবরাহ) জনাব মো: কফিল উদ্দিন। বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করেন উপপরিচালক (বৈদেশিক সংগ্রহ) জনাব মো: মমতাজ উদ্দিন। পরে FWG-এর Background উপস্থাপন করেন সরকারী পরিচালক (স্থানীয় সংগ্রহ) জনাব মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া। সভার মূল প্রতিবেদন National Reproductive Health Commodities Quantification Bangladesh ২০১২-২০১৬ উপস্থাপন করেন প্রোকিউরমেন্ট অফিসার জনাব মো: শাহাদৎ হোসেন। এ উপস্থাপনায় সহায়তা করেন MSH/SIAPS-এর প্রতিনিধি জনাব মো: আব্দুল্লাহ ইমাম খান ও গোলাম কিবরিয়া। আরো বক্তব্য রাখেন পরিচালক (এমসিএইচ-সার্ভিসেস) ডা: মোহাম্মদ শরিফ, পরিচালক (অর্থ) জনাব মো: ফায়েকুজ্জামান চৌধুরী, ইউএনএফপিএ, এসএমসি ও ইউএসএআইডি'র প্রতিনিধিগণ। সভায় চলমান অর্থবছরের বিভিন্ন ক্রয় বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গাজীপুরে ক্যাম্পেইন ডিজাইন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুরে ব্র্যাক সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (বিসিডিএম)-এ গত ১০-১৪ আগস্ট ২০১৪ পাঁচ দিনব্যাপী এক ক্যাম্পেইন ডিজাইন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস (BCCP) ও বাংলাদেশ নলেজ ম্যানেজমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (BKMI)-এর আর্থিক এবং কারিগরি সহযোগিতায় ওয়ার্কশপটি বাস্তবায়ন করে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টরের কর্মসূচিভুক্ত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো ও জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের অপারেশনাল প্ল্যান সংশ্লিষ্ট জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ ক্যাম্পেইন ডিজাইন ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। ইউনিট সমূহের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অপারেশনাল প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত ক্যাম্পেইনসমূহ চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা উক্ত ওয়ার্কশপের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পরিবার পরিকল্পনা

গাজীপুরে ক্যাম্পেইন ডিজাইন ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানসহ বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক, আইএনএনএস, SPRING, NHSDP থেকে মোট ২৪ জন অংশগ্রহণকারী এ আবাসিক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব মো. মমতাজ উদ্দিন

জনাব মো. মমতাজ উদ্দিনের পরিচালক (উপকরণ ও সরবরাহ) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক (উপকরণ ও সরবরাহ)'র দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন একই ইউনিটের উপপরিচালক (বৈদেশিক সংগ্রহ) জনাব মো. মমতাজ উদ্দিন। সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখার এক অফিস আদেশ বলে তিনি এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণকারী জনাব মো. মমতাজ উদ্দিন ১৯৮১ সালে থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে যোগদান করেন। তিনি সহকারী পরিচালক ও উপপরিচালক পদে অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন জেলায় দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব মমতাজ উদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি ১৯৯৬ সালে বৃটেনের বিখ্যাত লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Masters of Community Health ডিগ্রি অর্জন করেন। সরকারি দায়িত্ব পালনকালে তিনি ইংল্যান্ড, চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ছবিতে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৪

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় র‍্যালি শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু

রাজবাড়ীতে আলোচনা সভা

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

লক্ষ্মীপুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে আলোচনা সভা

বান্দরবানে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

ফরিদপুরে আলোচনা সভা

নাটোরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা